সবীজ পৃথিবী

কেতকী কুশারী ডাইসন

BANGLADARSHAN.COM

হর্সচেস্টনাট

জঞ্জালে যখন মন সমর্পিত, মনুয়া আমার,
ঘুমায় বিষণ্ন চিন্তা দীর্ঘায়িত পঞ্জীর শিয়রে,
অর্ধ-প্রহরায় ব্যস্ত পিপীলিকা শব্দের বিবরে,
পরিপূর্ণ চেস্টনাটে অকস্মাৎ আগত জোয়ার।

কালের নন্দিতা নারী! এ কি নৃত্য উত্থিত শরীরে,
উতরোল মুক্তছন্দ অগণিত স্ফুটিত মুদ্রায়;
যে মুহূর্তে স্মৃতি থেকে হারিয়েছে ঋতু-অভিপ্রায়,
তুমি উচ্ছ্বসিত হ'লে, হাওয়া দিলে নিথর প্রাচীরে।

যদিও নিয়েছো আজ ভিন্ন রূপ, তবু চেনা যায়,
অচ্ছোদসরসীনীরে নেমেছিলে শত জন্ম আগে;
হে বরবর্ণিনী, আজও ভঙ্গিমায় চোখে ঘোর লাগে,
ধূলিকণালগ্ন প্রাণী স্নান করে গভীর তৃষ্ণায়।

BANGLADARSHAN.COM

জানি না দেখেছে কি না আর কেউ, আমি আগে ভাগে
ছিন্নপত্রে লিখে রাখি আনন্দিত দৃষ্টির স্বাক্ষর;
আমার অনেক পরে যারা শুনবে এমন মর্মর
আমার ইচ্ছার ছায়া ছোঁওয়া দেবে তাদের সংরাগে।

শব্দের অপর পারে যে লীলার আশ্চর্য নির্ঝর
অনিরুদ্ধ ঝরে, তারই দিব্য মূর্তি ইন্দ্রিয়গোচর।

সুরবদল

নন্দনের দেবে না দাম পরিণামে তুমিও তাহ'লে!
শুধু অনির্বাণ জ্বলবে অগ্নিশিখা-গোলাপের স্মৃতি!
শান্তির হরিণ হ'য়ে আর তরে অন্বেষক প্রীতি
কলসভরার শব্দে জল খেতে আসবে কি ব'লে?

অস্তাচল থেকে দৃষ্টি একবার লভ্য হোতো যদি,
আপেক্ষিত অনুপাতে পৃথিবীর আদৃত শরীর
একবারে দেখা যেতো: নদীবন, নরম শিশির,
ম্লান ঘাসফুল থেকে হা-হা-করা দিগন্ত অবধি!

তাহ'লে সমস্ত হোতো! মহাশূন্য হ'তে পারতো মন,
সেই অনুভবহীন চেতনায় হ'তে পারতো লীন,
পৃথক সত্তার দুঃখ, ভালোমন্দ, কিংবা রাত্রিদিন,
সমস্ত পেরিয়ে গিয়ে ছিঁড়ে ফেলতো রক্তের বাঁধন।

তখন থাকতো না আলো, তখন থাকতো না অন্ধকার,
আমার হারাতো ভয় ক্ষণে ক্ষণে রত্ন হারাবার।

BANGLADARSHAN.COM

হানিসাক্ল্

সাগরপারের দূর টেলিফোন
কেবল জোয়ার আনে,
খাপছাড়া মন হঠাৎ ভাসায়
তিন মিনিটের বানে।

আগের ব্যথা, পরের ব্যথা,
মাঝের ব্যথা কাঁপে,
সাত সকালে চার দেয়ালে
আকাশপাতাল মাপে।

বাপের বাড়ির লেবুপাতা,
শ্বশুরবাড়ির দই,
আমের বনে হাওয়ার আমেজ,
গন্ধ-আতপ কই?

BANGLADARSHAN.COM

আর বোলো না, আর বোলো না,
শুকনো পাতা পোড়ে,
কিংবা হঠাৎ ইতস্তত
ফুলের রেণু ওড়ে।

আজ সকালে ভুল হয়েছে,
দুপুর ভেবে মরে;
ভিন্‌মালতীর গন্ধে আমার
মন যে কেমন করে।

আবার সেপ্টেম্বর

প্রায় শ্রাবণের দিন সেপ্টেম্বরে আজ,
শুধু বন্যা বাকি;
আসন্ন হেমন্তদিন, অসমাপ্ত কাজ,
মনুয়া, আজকে আমি অত্যন্ত একাকী।

পূর্ণ আপেলের বনে মৃদু বৃষ্টি ঝরে,
নিভন্ত বিকাল;
ফুলের বেসাতি নেই, রুদ্ধদ্বার ঘরে
আজ অভিমানশূন্য বিশুদ্ধ হরতাল।

একদা বিদ্যুৎ দেখে ভেবেছি তা চোখে,
তুমি তা ভাবো নি;
তুমি বলেছিলে মেঘ। মুমূর্ষু আলোকে,
মনুয়া, সেদিন তুমি বিজ্ঞান বোঝো নি।

BANGLADARSHAN.COM

মনুয়া, আজকে আমি অত্যন্ত অসুখী,
তবু সত্য জানি,
ক্ষণস্থায়ী এই ক্লেশ, হ্রস্ব মানহানি,
পরম শূন্যের সামনে হ'লে মুখোমুখি।

সেদিন আসবে কবে!
আজ যা-ই ভাবো–
সব গ্লানি দূর হবে,
তোমাকে সুদ্ধ ভুলে যাবো।

য়েলিৎসা মিয়াতোভিচের জন্য

মাথায় রুমাল বাঁধো,
হাতে পরো দাদুর দস্তানা,
রেখো না শীতের ভয়, পথে এসো স্মিত অনুরাগে;
আকাশ-পৃথিবী দ্যাখো আলাদা-আলাদা নেই আর,
ধূসর হয়েছে সূর্য, মেরুর নীরব আলো জাগে।

অলীক নরম ছুরি
অন্ধ-করা হাজার শাখায়,
উত্তর-অরণ্যে আমি পথ হারালাম শেষবার;
আলো-অন্ধকার আর আলাদা-আলাদা নেই দ্যাখো,
কি শান্ত তুষারবীথি, কি প্রদোষ, কি কুয়াশা, য়েলিৎসা আমার!

আত্মার কাঙ্ক্ষিত শান্তি,
প্রীতির রেশম-শুভ্র শাড়ি
বনপথ বিছিয়েছে বিকালের নিথর জ্যোৎস্নায়;
হৃদয়-শরীর দ্যাখো আলাদা-আলাদা নেই আর,
ঝিকিমিকি কণা ঝরে, হাতে ধরো, পান করো নিবিড় তৃষ্ণায়!

পরীদের রূপকথা,
খণ্ড অংশ বিগত জন্মের,
কি প্রাসাদ, কি দয়িত শেষ হ'লে মন্থর ভ্রমণ?
শোক আর হব দ্যাখো আলাদা-আলাদা নেই আর
অগুন্‌তি পেরিয়ে এসে দুগ্ধশুভ্র তুষারকানন।

BANGLADARSHAN.COM

মে মাসের গান

শান্ত হও, হে মন আমার,
এসো, হালকা হাত ধরো,
দ্যাখো কি সবুজ ঘাস কাঁকর-পথের কিনারায়:
এমন কি কখনও দেখেছো?

ঝরায় আতপ্ত মধু শেষ-সূর্য ঘাসের শাড়িতে,
শাদা-শাদা বিন্দুগুলি কখন অলক্ষ্যে গেছে মিশে,
শিশু-ফুল ডেইজীগুলি ঘুমচোখে গিয়েছে বাড়িতে,
সারাদিন রৌদ্রপানে হারিয়েছে সব দিশেবিশে;
ঘাস মোড়ানোর পরে মরেছিলো সকালে অনেকে,
কিন্তু সাংঘাতিক,
দুপুরের মাঝামাঝি ঠিক,
দুরন্ত অবাধ্য সব আবার ফিরেছে একে একে।

BANGLADARSHAN.COM

হাওয়ার তিলেক ইশারায়
পুদিনার ছোট্ট চারা মাথা নেড়ে উত্তর জানায়;
অচিরাৎ হয় লীলায়িত
অগ্নিস্তবকিত লতা এ ঋতুর বিশেষ দয়িত।
মন, তুমি চেষ্টায় ভুলো না
কোনো ম্লান চিত্রকল্প,
কোনো অনুচর পদধ্বনি;
অর্থহীন আপত্তি তুলো না,
যখন উদ্ভিদ হ'য়ে দুয়ারে এসেছে স্বর্ণখনি।

দূরাগত, বহুতরঙ্গিত
কানে আসে যেরকম কোলাহল প্রীতিমর্মরিত,
ঘণ্টি, জুতো, ছুরিকাঁটা, চাপা হাসি, চঞ্চল গেলাস:
রুদ্ধ ঘরে কর্ম-অবকাশ
শুনেও শোনে না মন, রাখে মাত্র গুঞ্জন-আভাস,
উদাসীন, ঔৎসুক্যরহিত,

তেমনই ভ্রমর হ’য়ে হও মন শান্ত-গুঞ্জরিত।

আলোর আকাশ এলে হালকা ভ্রমরের মন ভরে।
দুপুরের মেঘের দল অনর্থক দস্যিপনা করে,
নিজেদের রাজ্য যেন ধরে!
সংখ্যাহীন জয়পরাজয়ে
সারাদিন সংগ্রামের পরে
ঘণ্টা দুই পূর্ণ জয়ী হ’য়ে
অবশেষে সূর্য যায় ঘরে।

বিফল বর্ণনা!
স্তব্ধনৃত্য উদ্ভিন্নযৌবনা
ঋজুকাণ্ড সুঠাম সুন্দরী
নাসপাতির রিক্ত ডালে গুচ্ছ গুচ্ছ এসেছে মঞ্জরী!

অদূরে জোয়ার আসে সিল্‌ভার বার্চের মাথায়,
সবীজ পৃথিবী কাঁপে খেদহীন স্বাগতবার্তায়;
নিবাতনিষ্কম্প শুধু থাকে
আগামী ঋতুর লতা, হাড়গিলে ডালগুলি রাখে
প্রাচীর আঁকড়ে ধ’রে ভবিষ্যের দুর্মর আশায়;
এখনও আসেনি পাতা, ভরা গ্রীষ্মে আসতে হবে তাকে।

BANGLADARSHAN.COM

নর্দমা

PER ME SI VA NELLA CITTA DOLENTE,
PER ME SI VA NELL’ ETTERNO DOLORE,
PER ME SI VA TRA LA PERDUTTA GENTE.
....
LASCIATE OGNI SPERANZA, VOI CH’ ENTRATE.

Dante, Inferno

‘আমার ভিতর দিয়ে দুঃখময় নগরে যাবার পথ,
আমার ভিতর দিয়ে শাশ্বত দুঃখে যাবার পথ,
আমার ভিতর দিয়ে ভ্রষ্ট মানুষদের মাঝখানে যাবার পথ।
....
সমস্ত আশা পরিত্যাগ করো, তোমরা যারা প্রবেশ করছো।’

মর্মস্পর্শী স্তব্ধতার কত দিন করো না সন্ধান
ধ্যানে, দৃশ্যে, চিত্রকল্পে: সন্ধ্যানম্র ইঙ্গিত উধাও!

BANGLADARSHAN.COM

পটমাত্র দুরূহ শিখর,
তুলি-আঁকা শাদা রঙ গাঢ় সব স্বর্গীয় দুধের,
আলোকের একান্ত আদৃত।
দিনান্তছায়াতে
মৃদুকিঙ্কিণীধ্বনি ছাগঘণ্টি শ্যাম কটিতটে।

হাস্য, শস্য, প্রাণোৎসব
বনবাসী অলীক দণ্ডকে।
রাগিণী বেদনা আনে ঐতিহ্যমন্থনে।
একাকী পারে না কিছু সকালের রোদ,
নারকেলপাতার চিরুণীও।

অন্তরের অক্ষমতা লিখেছেন সর্বত্র অনেকে;
বৎসরবন্ধ্যত্বদুঃখ; স্মৃতিশিশিরের বাষ্পরূপ;
বিজয়ী শত্রুর সঙ্গে সন্ধিস্থাপনের গূঢ় গ্লানি।

কিন্তু তা-ও অতিরিক্ত।

নর্দমায় হারায় কবিতা।
প্রবাহী বীভৎসরস। উপরে সন্ধ্যায়
কাকেদের পার্লামেণ্টে জনশ্রুতি রটে।

বৃথা উজ্জীবন
হ্রদ, চোখ, চুল, স্মৃতি,
দর্পণের ভিতরে দর্পণ,
যেখানে বিদ্যুৎ দেয় কুয়াশায় দীপের নিশানা,
বজরা নেয় জলশয্যা,
হর্ষ দেয় রুটি ও বিছানা।

আমিত্ব একলার নয়,
আমি অংশ পূর্ণ অবস্থার;
কান পাতো বিশুষ্ক কবিরা।

চণ্ডালকুকুরদের আর্তনাদে বহু দুঃখে পোহায় শর্বরী–
‘আশা ছাড়ো, প্রবেশকারীরা’–
দীর্ঘ এ নর্দমা
চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত,
ধূমায়িত, মলক্লিষ্ট
পাপীয়সী নরকনগরী।

তবু দুরাশায় ভয় করি।
ভ্রষ্টদের আমি অন্যতম।

BANGLADARSHAN.COM

ফরিয়াদ: দেবদারু-হত্যার বিরুদ্ধে

মহান কোথায় গেলো আমার যমজ স্বর্গতরু,
ক্ষীরস্রাবী যুগ্ম দেবদারু?

এখন বিশিষ্ট ঋতু, প্রথম বৈশাখ,
কালবৈশাখীতে স্নিগ্ধ, উচ্ছলিত, প্রীত, আমোদিত;
হানা দেয় কৃষ্ণচূড়া উল্‌টানো-সিঁদুরকৌটা-ডাল,
আনন্দের মুষ্টিমেয় উত্তরসাধক।

কেউ কারও ঠিকানা রাখে না;
বিস্মরণ ক্রন্দন মানে না।

মেঘাচ্ছন্ন মধ্যদিনে দুরন্ত সমুদ্র-হাওয়া দেয়,
সরায় বৃষ্টির পর্দা স্মিতহাস্য আলো,
গুপ্তকক্ষে লিখে রাখি কতখানি কমেছে মর্মর,
পাখি কি হারালো।

BANGLADARSHAN.COM

এখনও ভুলি নি বটে, চার ঘর অভিজাত চিল
সারা চৈত্র ভরেছে বিলাপে,
হায় তোমরা উদাসীন কানে এঁটেছিলে ক্রূর খিল,
তোমরা তবে পরোক্ষ ঘাতক।

তোমাদের হিসাব মেলে না,
মত্ততায় নন্দন পেলে না।
রত্নের অধিক রত্ন, হিমালয়সম্ভূত সীডার,
বনানীর রাজ্ঞী-জ্ঞানে নতজানু কবির বন্দিত,
যাদের গিয়েছো ছেড়ে শিশির তাদের জন্য রেখো,
একান্তে চৈতন্যে থেকে পূর্ণ কোরো শূন্যের আধার।

আকস্মিক এসেছিলো নবপত্র বসন্তপ্রভাতে,
পক্ষকাল শ্রী-অঙ্গে থাকলো না।
কৌতূহলী এসেছিলো রাজমিস্ত্রী, বাবু-কর্মচারী,
উদাসীন, লজ্জাও ঢাকলো না।

তোলপূর্ণিমার রাত্রে চতুর্দিকে বসন্ত-উৎসব,
আঙিনায় ব্যবচ্ছিন্ন স্তূপীকৃত কাষ্ঠময় শব।
সর্বশেষ মূল্য স্থিরীকৃত
একশো-পঁচাত্তর:
তবু সূর্য এলো গেলো নিরুত্তর কত রাত্রিদিন,
সম্মান রাখলো না।

BANGLADARSHAN.COM

কোয়েলীকে

আমার মনে জাগে তোমার মিয়া কি মল্‌হার
আর তোমার অন্য রাগরাগিণী;
প্রাণোচ্ছল নগরী দেয় প্রিয়োপহার,
আমার মন তবুও হয় ভাবিনী।

লুটায় হার, কুড়ায় পুঁতি, সন্ধ্যা যায়,
মুখর হয় জোয়ারে সাগরিকারা;
রশ্মিশেষ বীথিকা পায় ভীরু চূড়ায়,
হিসাব রাখে গোপনে মাধবিকারা।

যদিও দিন বিদায়ক্ষণে মহুয়া রাখে,
তবুও, বোন, হারায় মন স্মরণে;
ঘরোয়া পাখি পুচ্ছ রাখে নিকট শাখে,
বাসনা যায় নিত্য ঘটভরণে।

BANGLADARSHAN.COM

নিবিড় চুলে কলিকা আর চিরুণী রেখো,
সকালে আসে প্রথম রোদ টেবিলে;
ঋতুর গানে নতুন তান তখনই শেখো,
কেবল সুর মুক্তভার নিখিলে।

কুকুর, পুষি, পুষির ছানা, রেয়াজ, পড়া,
কৈশোরের রুটিন ঝোলে দেয়ালে;
সময় চায় সময়কার পুতুল গড়া,
কখনও দিও চারায় জল খেয়ালে।

রাগিণী হয় রভসবশে লেবুর বন,
সে যৌবন, সে ঘ্রাণরস আসে নি;
সময়ে পাবে সে সংরাগ, সে নন্দন,
হোলির আগে আবীর কেউ মাখে নি।

আমার জন্য রেখো তোমার মিয়াঁ কি মল্‌হার
আর তোমার অন্য রাগরাগিণী;
আজ দরদে বল্‌গায়িত যে ঝংকার
অচিরে সে-ই দুর্নিবার হরিণী।

BANGLADARSHAN.COM

ব্রাইটনে গ্রীষ্মশেষ

নগরী স্ফুরিতা হোলো দর্পভরে গ্রীষ্ম-অবশেষে,
মেঘজিৎ আদিত্যকে কোল দিলো মত্ত রসাবেশে।
অকৃপণ, সেও দিলো দীর্ঘায়িত দীপ্র আশীর্বাদ,
আসমুদ্র রৌদ্র দিলো, জলে স্থলে নিবিড় আহ্লাদ।

দিগন্তে খেয়ালী নৌকা, দৃপ্ত পাল উচ্ছল হাওয়ায়,
ছুটির দুর্মর আশা ভর করে ভঙ্গুর ভেলায়;
দুঃসাহসী দিব্য পাখি খাদ্য খোঁজে, ঠোকরায় শামুক,
কোথায় সুস্বাদু শাঁস; শিশু খোঁজে কৌতুকে ঝিনুক;
নুড়ির সৈকতে ভিড়; ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিতত
বর্ণলোভী গৌরতনু ধৈর্যভরে সূর্যস্নানরত;
নাতিবৃদ্ধা দিদিমারা এসেছেন উত্তাপ পোহাতে,
শোভমানা হয়েছেন শাদা টুপি কালো চশমাতে;
উচ্ছ্বসিত আনন্দফোয়ারা!
ফ্যালো কড়ি, মাখো তেল, ভাড়া করো আরামকেদারা!

সারি সারি বসেছে দোকানী,
সুচতুর তীক্ষ্ণ শ্যেন, ক্ষিপ্রদৃষ্টি, শিকারসন্ধানী;
ত্বরায় যোগান দেয় কোকাকোলা, কফি, সিগারেট,
গড়াগড়ি যায় রাংতা, দেশলাই, নিষ্পিষ্ট প্যাকেট।
ও দিকে তেলের গন্ধ, জেলেদের অর্ঘ্য এলো তাজা,
সমুদ্র বিলায় শস্য, বিকায় গরম মাছভাজা।

আইসক্রীমলেহনে কারও অন্যমনে যায় দীর্ঘ বেলা,
ক্লান্ত হয় দেখে দেখে জোয়ার-ভাঁটার নিত্য খেলা;
দিন ফেলে দীর্ঘশ্বাস, অকস্মাৎ স্নিগ্ধ শুক্র ফোটে,
উন্নত উন্মুক্ত মার্গে মর্মরমসৃণ গাড়ি ছোটে।
চতুর্দিকে জ্বলে বাতি, বাদ্য ডাকে নৃত্য-মহড়ায়,
ঠিকরায় স্ফটিক কাচ ঝিলিমিলি লক্ষ পসরায়,
থরে থরে সজ্জিত বিপণি,

BANGLADARSHAN.COM

আঙুলে ইশারা করে পুত্তলিকা চন্দনবরণী;
সমুজ্জ্বল সাইনবোর্ডে বিজ্ঞাপিত ভারতীয় ঋষি,
মহাজ্ঞানে দাড়ি নাড়ে, কড়ি গোনে চতুর জ্যোতিষি;
উতরোল, প্রদীপমেখলা
সুভগস্তনিত সিন্ধু দোলা খায়; ব্যস্ত আলো-জ্বলা
জেটিতে জনতাস্রোত আমোদিত; ঐ অপাবৃতা
লাস্যময়ী নারী যায় বিচঞ্চল-যুবক-বিধৃতা।

সে কোন কৌতুকবাক্য কবোষ্ণ হাওয়ায় যায় শোনা?
'আমাদের এই গ্রীষ্ম এ বছর বুঝি ফুরালো না!
সে সূর্যকে ধন্যবাদ, আমরা বাঁধা যার দীপ্ত ঋণে,
আসুক উত্তরে শীত, আমরা আছি দ্বীপের দক্ষিণে!'

হেমন্ত বাড়ালো হাত।
একদিন লুকালো সূর্য, বৃষ্টি সকালে হঠাৎ;
দিন গেল মেঘাচ্ছন্ন, জনশূন্য নুড়ির সৈকত,
আকাশের ঘনচ্ছায়ে বাষ্পময় বিলীন জগৎ
অভিমানে স্তব্ধ হোলো; নাগরিক গবাক্ষে নির্বাক:
তবে বুঝি এতদিনে যেতে চায় সূর্য, তাই যাক;
গুটায় দোকানী পাট, মাছ-ভাজা বন্ধ আপাতত,
খোঁড়া যে ক্যামেরাম্যান ছবি তোলে যেতে অবিরত
সেও নেই; কুয়াশায় মগ্নমন মূক দ্বিপ্রহরে
ঘরে ঘরে জ্বলে অগ্নি, জল ঝরে নিশ্চল শহরে।

তখন প্রেস্টন পার্ক দ্বিধাগ্রস্ত হোলো জলধারে,
এ কোন মন্থর দূত এলো আবছা আলো-অন্ধকারে?
নিরুত্তর হর্ম্যশ্রেণী দিগন্তের পশ্চিম পাহাড়ে,
বৃদ্ধ গিরিকটিতটে পপ্‌লার-যুবারা মাথা নাড়ে:
'এ দূত করালনখ, অপগত হেমন্তের প্রেত,
প্রিয় পত্রশিশুদের অনিবার্য মৃত্যুর সংকেত,
আমাদের আবশ্যিক তপস্যার নির্মম সূচনা;
উত্তরপবন থেকে রক্ষা করো পিতা, এ প্রার্থনা!'

BANGLADARSHAN.COM

অবিলম্বে এলো বায়ু। ঝলকে ঝলকে ধুকুপুকু
ফিকে হ'তে হ'তে গেল সবুজের শেষ ছোঁওয়াটুকু।
ব্লটিং-কাগজে শোষা ম্লান পীত ভয়ার্ত প্রথমে;
দিনে দিনে রঙ ধরলো, আগুন লাগলো ক্রমে ক্রমে।

ওরা কারা, খাড়া হ'য়ে, সারি সারি নির্ভীক সেনানী,
খাকিতে ধরেছে রঙ, শুধু নেই ফেরার পারানি?
সংঘবদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষু? দলে দলে বিবাগী সন্ন্যাসী?
পশ্চিম মেঘের মত অস্তগামী সূর্যের পিয়াসী?
বিদায়ী ঋতুর চিতা? অথবা কি বৈরাগ্যবিধুর
গৈরিক নারঙ্গীরঙ থরথর ক্ষণিকসিন্দূর
আসন্নবৈধব্যযোগ কুলীনের শঙ্কিত সিঁথিতে
আজ নিলো রূপান্তর বায়ুত্রস্ত বীথিতে বীথিতে?

নিঃশ্বসিত হোলো হাহাকার।
পক্ষকালে তিলে তিলে রিক্ত হোলো সোনার ভাণ্ডার।
কারুময় চিত্রপাতা দিনভর প্রহরে প্রহরে
রঙিন বরফ হ'য়ে ঝ'রে গেল একটি একটি ক'রে।
শেষশত্রু এলো বৃষ্টি, সারারাত্র হিমবর্শা হাতে,
যা ছিলো তখনও বাকি সবই গেল অন্তিম আঘাতে।

সিক্ত দিন, সুপ্ত মন, লুপ্ত দ্যুতি, সূর্যশ্রী ফেরারী,
প্রভাতে কঙ্কালসার হাত তোলে উদ্ভিদ ভিখারী;
তারা শুয়ে আছে মৃত, রাশি রাশি, গলিতে গলিতে,
যারা খেয়েছিলো রঙ হেমন্তের নিষ্ঠুর হোলিতে।

BANGLADARSHAN.COM

শীতে শরৎ: কাংড়া চিত্র

নিকটে প্রস্তরশিরে ভর্ৎসিত তরঙ্গ উপ্‌চায়,
অনুক্ষণ ক্ষমাপ্রার্থী, লক্ষফেন বশ্যতা জানায়।
অদূরে, শ্বসিত বক্ষে, মহাশান্তি, মন্দদোলাচল
ভাসমান পঙ্‌ক্তিবদ্ধ শ্বেতপক্ষী ছন্দোবিহ্বল।

দিব্যকান্তি চক্রবাল খররেখ, নিঃসঙ্গ, নিথর,
আমন্ত্রণ করে দৃষ্টি পদ্মভুক্ আলস্যমন্থর:
দ্বিধাহীন পেয়ালার কানা!
স্থিরীকৃত, অর্ধবৃত্ত পৃথিবীর বঙ্কিম সীমানা!

ত্রুটিশূন্য পরিপূর্ণ গাঢ় নীলে পূব একাকার,
পশ্চিম সমুদ্রে জ্বলে চূর্ণমুষ্টি রশ্মিসমাহার;
অতিহ্রস্ব অপরাহ্নে শীতসূর্য কম্বল গুটায়,
আলোর উজ্জ্বল তীরে নিরুত্তাপ বেলা যায় যায়।

BANGLADARSHAN.COM

কোন দিগঙ্গনা খোলে ভরা শীতে শরৎসঞ্চয়,
অযাচিত আশীর্বাদে অকস্মাৎ করায় প্রত্যয়;
আজ দৃঢ় ক্ষোভহীন নিরুদ্বেগ আধারে আধেয়,
সব দ্বন্দ্ব শেষ হ’য়ে আছে শুধু অমৃত অমেয়।

নির্জন নুড়ির তীরে সমুদ্রকে বকে বীরশিশু,
শোনে না মায়ের ডাক, ঢিল ছোঁড়ে দুর্দম জিগীষু;
গুমরে বিবক্ষু জল, আনে জড়জিহ্ব সমাচার,
হুহু হাওয়া ছুঁয়ে যায় সৌধশ্রেণী, আকাশ-পাথার।

আকাশে মৃদঙ্গ বাজে, দ্রিমিদ্রিমি বাজায় গোপিনী,
আনে নিত্য প্রতীক্ষায় প্রতিশ্রুত স্বাগত যামিনী;
অথবা আসে কি নৌকা, মাঝি তার অতি ধুরন্ধর,
পরপারপ্রার্থী রাধা, কড়িপ্রার্থী নিপুণ নাগর।

আজ রাত্রে এ সৈকতে চন্দ্রালোকে যার রাসলীলা
তার পদচিহ্ন বিনা এ লেখনী নিতান্ত নশ্বর;
সমুদ্র এখনও জ্বলে: লিখে রাখি দেখেছি ভাস্বর
অনন্তশয়নে বিষ্ণু, ব্রহ্মাণ্ড-আংটির একটি নীলা।

BANGLADARSHAN.COM

রাত্রির গাছেদের উক্তি

আর কত ঘুমাও, শিশুরা,
ঘামে নেয়ে, স্বপ্নে তন্ময়;
তোমাদের দৃষ্টি-অগোচরে
নিদ্রাহীন প্রহরে প্রহরে
কালের দুর্দান্ত তরী নিঃশব্দে সমুদ্র পার হয়।

আকাশ টেনেছে যবনিকা,
শুধু মৃদু, মৃদুতম হাওয়া;
আমরা নির্বাক মুনি,
নিভৃতোর্ধ্বকর্ণে শুনি
রক্তের ঝিল্লীর মত কালের দুর্বার চ'লে যাওয়া।

তোমাদের শ্রান্ত গাড়িগুলি
নম্র জ্বলে স্নিগ্ধ ইশারায়;
বাড়িগুলি ভূতগ্রস্ত,
সারি সারি অপদস্থ
রুষ্ট প্যাঁচা ব'সে আছে গাঢ়তর রাত্রির আশায়।

আমাদের আজ স্বপ্ন নেই,
ওড়া নেই তারার বিমানে;
নির্নক্ষত্র রাত
রেখেছে নিশ্চল হাত
আমাদের ঊর্ধ্বগামী চিরদিন স্বর্গকামী প্রাণে।

কাল রাত্রে বুঝি বৃষ্টি হবে,
বায়ু তাই থমকে আছে মনে;
নিস্তরঙ্গ মেঘভার
ছিঁড়ে যায় একবার,
দয়িত ওষধিপতি চন্দ্র দেখা দেন সেই ক্ষণে।

সে মুহূর্তে যারা তাঁকে দেখে

BANGLADARSHAN.COM

তাদের সমস্ত ইচ্ছা জাগে:
রোগী, যোগী, অপদার্থ,
কারও সুখ, কারও স্বার্থ,
কারও ক্ষুরধার দুঃখ চন্দনের রসভিক্ষা মাগে।

সে সিঞ্চনে আমরা উৎসুক,
তোমাদের উত্তর আসে না;
পথে নেই অভিসার,
পথও নেই হারাবার,
এ নগরে মধ্যরাত্রে কারও বাঁশি ভুলেও বাজে না।

আর কত ঘুমাও, শিশুরা,
এসো, ভিড় করো বাতায়নে;
তোলো হর্ষকলরব,
রজনীর যে উৎসব
ঈর্ষাতুর কিন্নরেরা শোনে;
বলো: "কাল যায় যাক,
কিংবা ভুলে থেমে থাক,
কীর্ণ হোক গগনে গগনে,
খাবি থাক ঊর্ধ্বশ্বাসে,
কী বা তাতে যায় আসে
আমাদের আসে না স্মরণে;
হে উদ্ভিদ, বৃথা দ্বন্দ্ব,
বৃথা দোটানার ধন্দ,
তোমরা বাঁধা জীবনে মরণে;
এক জন্মে এক স্মৃতি,
রেখো বিহঙ্গের গীতি
রহস্যরাত্রির শেষে প্রত্যহের প্রভাতী অঙ্গনে।"

BANGLADARSHAN.COM

সর্দি

শুক্রবার থেকে গলা খুসখুস;
সোমবারদিন সর্দিটা এলো চেপে।
থমথমে ঘরে পরীক্ষার্থীরা অন্যমনস্কভাবে নখ খুঁটছিলো,
কেউ বা ছিলো ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে;
প্রশ্নপত্রের কিছুই যেন ঢুকছে না তাদের মাথায়,
তাদের চিন্তার চতুর্দিকে ভারী দেয়াল,
যেমন আমার নিঃশ্বাসকে ঘিরে;
নাক ঝাড়তে ঝাড়তে মরীয়া হ'য়ে উঠলাম।
সহকর্মিণীরা বললেন, 'বাড়ি যান,
শুধু তো বীজাণু ছড়াচ্ছেন,
গার্ড দেবার ডিউটি আছে, না হয় তা অন্যেরা দেবে।'
শ্লেষ্মাবিষ্ট বেরিয়ে এলাম।

BANGLADARSHAN.COM

পথ পঞ্চাশ মাইল,
সময় এক ঘণ্টা,
শিস দিতে দিতে ছুটেছে বিকেল চারটের ট্রেন;
এ লাইনের কোনো কোনো ট্রেনকে বলে 'ব্রাইটনের সুন্দরী'–
তাদের ভাড়া আবার বেশি–
শহরতলী অনেকক্ষণ পেরিয়ে এলাম।

আমি নাকের ঘোরে আচ্ছন্ন,
হঠাৎ চোখ তুলতে দেখি
বেগনি পাহাড়ের গা ঘেঁষে দীর্ণহৃদয়া অরণ্যানী,
আর বহু সপ্তাহের বৃষ্টিসিক্ত সবুজ মাখনের মত নরম ঘাসে
হস্তিশাবকের মত মেঘের ছায়া,
শীতের দ্বীপে হঠাৎ যেন কালিদাসের মেজাজ!

কিন্তু সে মেঘ কতক্ষণের!
শিগগিরই এলো কুয়াশা।

কুয়াশা হয় নানানরকমের।

একরকম, যেমন ভোরবেলাকার স্থূল স্থাবর কুয়াশা,
যখন লম্বা গাছগুলিকে দেখলে মনে হয়
ওভারকোটপরা কতগুলি মস্ত দৈত্য মাথা একত্র ক'রে মন্ত্রণা করছে;
যখন সূর্য যুদ্ধ করে কুয়াশাটার সঙ্গে,
আর মোটেও পেরে ওঠে না,
তাকে দেখায় ছোট্ট ফ্যাকাশে একটা দু-আনি রসগোল্লার মত;
হীরককঠিন টেনিসলনের উপর ঝুঁকে প'ড়ে
ধুঁকতে থাকে বহুপ্রসবিনী, বছরের শেষ ডালিয়ারা।
তখন সূর্যকে বলতে হয়, 'আর কেন,
যাও সূর্য, সেই দেশে যাও,
যেখানে এখনও নারকেলগাছে হাওয়ার সখা পাবে,
আর ভাগ্যবতীরা বারান্দায় তোমার রোদে পা ছড়িয়ে
কমলালেবু খাবে।'

কিন্তু এ কুয়াশা অন্যরকমের।
দক্ষিণে যত অগ্রসর হই ততই লক্ষ্য করি
সমুদ্র থেকে উঠে আসছে জঙ্গম নীলধূসর শীকরবাহী কুয়াশা,
অতিকায় পৌরাণিক জলদেবতার মত,
আর শীতে-কুঁকড়ে-যাওয়া তরুবধূদের আলিঙ্গন করছে।
সর্দিগ্রস্ত, সহযাত্রীদের রেহাই দিই,
করিডরে পদচারণা করি।
এক কুয়াশা আমার সংবিৎকে জাপটে ধরেছে,
লুপ্ত করেছে জাগ্রত চৈতন্যের ভেদাভেদকে।

ব্রাইটন।
শহরকে নাকি চেনা যায় তার গন্ধ দিয়ে?–
কিন্তু আমি, পরমব্রহ্মেলীন,
তার কোনো হদিশ পেলাম না।
আর তখনই আমার মধ্যে পূর্বজন্মের কাহিনীর মত উত্তাল হয়ে উঠলো
পুঞ্জীভূত ঘ্রাণস্মৃতি।

গত বছর বসন্তে ব্রাইটনে সে এক সূর্যধৌত দিন,
মেপ্‌ল্‌ গাছের নিচে দাঁড়িয়ে উপরে তাকালে

BANGLADARSHAN.COM

পাতার উপরে পাতার সে কি চোখ-ধাঁধানো ঘোরানো সিঁড়ি,
নতুন-পোশাক-পাওয়া অস্থির সবুজ শিশুদের
দিনভর সে কি নক্ষত্র-ঝিলিমিলি;
আকাশে আকাশে অশ্রুত ঘণ্টা বাজছে,
বাজারে উঠেছে তাজা আনাজ,
আর উর্বর ধরিত্রী থেকে দেবগণের উদ্দেশ্যে যজ্ঞধূমের মত
চতুর্দিক থেকে কি যেন একটা গন্ধ উঠছে;
ইন্দ্রিয়মোহন সেই ঘ্রাণে নাসিকা উৎফুল্ল হয়,
পরিত্যাগ করে পুষ্পনির্যাস, বোতলবদ্ধ সুরভি।
যেন অন্তরীক্ষে বিরাট এক ডেকচিতে
সব্‌জির সূপ রাঁধছেন অদৃশ্য কোনো মহাপাচক;
ঢিমে আঁচে ফুটফুট তাঁর ডেকচি ফুটেই চলেছে,
তিনি দিয়ে চলেছেন উপকরণ, কখনও দেখছেন নেড়ে-চেড়ে,
আলগা ঢাকনা থেকে বাষ্প বেরিয়ে জগৎকে আচ্ছন্ন করলো:
শেষ হয় না তাঁর রান্না,
চরাচর মগ্ন হোলো ঘ্রাণে।

BANGLADARSHAN.COM

আরেকদিন সকালবেলা ছোট একটা নতুন শহরে পৌঁছে
স্টেশন থেকে বেরোতেই সে কি
ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রার মত রাশি রাশি গন্ধ ছুটে এলো;
সে গন্ধ মৃতকে জীবনদান করে,
অন্ধকার মাটির উন্মথিত যৌবন থেকে উত্থিত
যোজনব্যাপী সোনালী শস্যের সূর্যবন্দনার বার্তা আনে।
সে গন্ধের উৎস ছিলো এক আটার পাঁউরুটির কারখানা।

আমার ঘ্রাণশক্তির বন্ধ দরজায়
করাঘাত করতে লাগলো অতীতের বন্ধুদের মত পরিচিত গন্ধেরা,
ভিড় করতে লাগলো,
জটলা পাকাতে লাগলো,
বললাম, ‘স’রে যাও, বিরক্ত কোরো না’,
কথা শুনলো না, কোলাহল করতে লাগলো।
সিদ্ধ ডিমে গোলমরিচের গুঁড়োর গন্ধ,

মাছ-ভাজার দোকান থেকে ভিনিগারের তেজী গন্ধ,
মটরডালে মেথী ফোড়নের গন্ধ,
পালংশাকে শিশিরের গন্ধ।

সে কতদূর!
আমি আমার বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম।
আমার মস্তিষ্কের সিংহাসনে 'ভাইরাস বি' তখন একচ্ছত্র সম্রাট।

BANGLADARSHAN.COM

চড়াই-উৎরাই

তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্।
স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি।
অন্নবানন্নাদো ভবতি।
মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন।
মহান্ কীর্ত্যা।
তবে শুনুন আপনাদের একটা ঘটনা বলি।

হাসপাতালের চড়াই পথে উঠছি কেম্প্‌টাউনের মধ্য দিয়ে;
কেম্প্‌টাউন ব্রাইটনের পূব পাড়া, অভাবগ্রস্ত এলাকা,
রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকত্ব পায় নি,
পৌর কর্তৃপক্ষের আদর এর জোটে নি;
এক দিকে মদ চোলাইয়ের কারখানা,
অন্য দিকে মৃত গাড়ির আড়ত:
চোট-পাওয়া, গুঁতো-খাওয়া, থেঁতলে-যাওয়া,
দাঁত-খসা, থুতনি-ভাঙা দর্পচূর্ণ যানদের মহাশ্মশান;
কোথাও দোকান বাসী খাবারের:
শুকনো গাজর, অবসন্ন বাঁধাকপি,
চর্বিপিণ্ডের মাঝে মাঝে কৃষ্ণাভ মাংসের শিরা-উপশিরা;
কোথাও বিক্রি হয় ব্যবহৃত কাপড়চোপড়:
পুরোনো ফ্রক, শার্ট, মোজা,
যদিও খদ্দের দেখি নি কস্মিন্ কালে।

হাওয়ায় উড়িয়ে নিচ্ছে হাতের ছাতা,
আর সকালের বা সর্বকালের পাণ্ডুর আকাশ চুঁইয়ে
ধূসর বৃষ্টি ঝরছে:
টিপ টিপ টিপ।
কলকল ক'রে ঝাঁজরি দিয়ে ভূনিম্ন নর্দমায় জল পড়ছে,
ফুটপাথে লেপ্‌টে আছে ছেঁড়া খবরের কাগজ।
এ বর্ষণে মত্ততা নেই, আছে ক্লান্তি;
এ দৃশ্যে উত্তেজনা নেই, আছে নৈরাশ্য;

BANGLADARSHAN.COM

যদিও কদাচ এমন বাড়িও চোখে পড়ে
যা নয় মৃতকল্প, এমন কি যা কল্পনাকে করে জাগ্রত,
যা, যদিও তার দুয়ারে নেই পুত্রপ্রতিম যমজ তরু,
নেই অলস পারাবত, নেই উল্লসিত শিখী,
তবুও সবুজের ফালিটুকুর গাঢ় আত্মনিবেদনে,
স্নাত পত্রস্তবকে, স্থাপত্যবৈশিষ্ট্যে
মতিভ্রম জাগায়, বুঝি বা অন্দরে আছে বিরহিণী–
অবশ্য সদর দরজা চিরবন্ধ এবং জানলার পিছনে অন্ধকার।

কেম্প্‌টাউনের চড়াই পথে বৃষ্টি সামলে আমি উঠছি,
আমার মনে আনাগোনা করছে আপনাদের খবরাখবর,
ছাইয়ের নিচে গুমরে উঠছে আগুন লাগার অনেক দুঃসংবাদ:
ক্ষুধার আগুন, লোভের আগুন, হিংসার আগুন,
লেলিহান দুরাকাঙ্ক্ষার দুঃসাহসী সর্বগ্রাসী আগুন।
আর চিন্তা করছি: আপনারা যাঁরা
গদিতে, ফরাশে, ডিভানে,
চামড়া-আঁটা আরামকেদারায় কিংবা বাগানে-আনা বেতের চেয়ারে,
অথবা ফুটপাথে, তপ্ত মেঝেতে,
রোয়াকে, খিন্ন মোড়ায়, পড়ন্ত রোদে তেতে-ওঠা বারান্দায়
জল্পনা-কল্পনা করছেন,
আপনারা কিসের প্রতীক্ষা করছেন?

জমা জল এড়িয়ে শাড়ি সামলে আমি উঠছি,
হঠাৎ দেখি
ঐ বৃষ্টিতে ঠেলাগাড়ি সাজিয়ে পথে দাঁড়িয়ে এক বৃদ্ধ বেচছেন
লবণজলের একরাশি স্নেহার্ঘ্য, সদ্যঃস্নাত রৌপ্যচিক্কণ হেরিং:
টান-টান বুক-পিঠ-পেট-লেজ, অপ্রতিহত যৌবন,
নেতিয়ে পড়ে নি সুন্দর শির, রক্তে উজ্জ্বল কানকো,
দৃঢ়বদ্ধ আঁশের কোট, মণিদীপ্ত স্থিরদৃষ্টি:
আশারিক্ত ধূসর সূর্যোদয়ের আশাতিরিক্ত সমুদ্রস্বপ্ন!

হেরিং সস্তায় বিকোয়, আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাই,
ইলিশেরই সুদূর জ্ঞাতি, দৈর্ঘ্যে পার্শে-পাবদার অনুরূপ।

BANGLADARSHAN.COM

জনা দুই বিবর্ণ বৃদ্ধা খদ্দের দাঁড়িয়ে আছেন,
কিনছেন যেন লুকিয়ে-চুরিয়ে, পাছে জানাজানি হ'য়ে যায়,
লজ্জায়–সস্তার মাছ–কিংবা বড্ড বেশী খরচ হ'য়ে গেল,
হয়তো দুইই,
আমাকে দেখে ত্রস্ত হাসলেন ভীরু হাসি,
আঙুল বোলালেন ম্লান বর্ষাতিতে,
পেনিগুলো ঢেকেঢুকে এগিয়ে দিলেন,
যদিও আমিও সাগ্রহে ভিড়লাম তাঁদেরই দলে,
বার করলাম আমার পেনিসংগ্রহ।

'পরিষ্কার ক'রে দেবো কি ম্যাডাম?'
'না না', আমি বাধা দিয়ে উঠলাম,
কারণ এখানে পরিষ্কার করা মানে তো শুধু
মুড়োগুলো কেটে বাদ দেওয়া,
যেগুলো আমি অবশ্যই চাই,
এবং ডালায় দেখি কাটা মুণ্ড কয়েকটা প'ড়ে আছে,
'কিছুই ঝামেলা নয়, ম্যাডাম',
কিন্তু আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অন্য কথায় ভুলাই:
'না না, আমি রাত্রে খাবো, আঁশ গায়ে থাকলে টাটকা থাকবে–'
এরা মাছের মুড়ো খায় না,
কী যে হারায় জানে না একেবারেই।

ফিরতি পথে আর হাঁটা নয়, এবারে বাসে,
আমার মনের কেন্দ্রে একটি উত্তপ্ত বিন্দু,
কারণ আমার থলিতে রয়েছে সমুদ্রের উপহার,
আর ঘরে রয়েছে সম্পূরক উদ্ভিদ-ওষধিদের সমাহার,
চাল-তেল-সব্জি-মশলা।

হে ঝঞ্ঝাপ্রিয় শীতসমুদ্রের অধিদেবতা,
আপনাকে আমি অভিবাদন করি,
হে ইংলিশ চ্যানেলের হেরিং,
তুমি আমার পূজ্য;
কারণ আরও অন্যান্য প্রবাসী বাঙালীদের মত

BANGLADARSHAN.COM

আমাকেও তুমি বাঁচিয়ে রেখেছো,
তোমার আত্মদানে আমার বৃদ্ধি।

জানি না স্থানীয় অধিবাসীরা তোমাকে কিভাবে সেবা করে,
আচার তাদের সীমিত, হোম তাদের সংক্ষিপ্ত,
কিন্তু আমি ষোড়শ উপচারে তোমাকে আরাধনা করি,
ঘ্রাণে-স্বাদে-সজ্জায়, সম্মিলিত উপকরণে;
গ্রহণ করি আমার দেহে তোমার যা-কিছু গ্রাহ্য,
ন্যূনতম বর্জন করি, যেটুকু না করলে নয়,
নিবিড় প্রেমে তোমাকে আমি আপনার অংশ করি,
তোমাতে আমার জীয়ানরস,
তোমার চর্বণে আমার পুষ্টি,
তোমার রসাস্বাদনে আমার মানসের স্বাস্থ্য।

কারণ আমরাই অন্ন,
অন্নের রূপান্তরে আমাদের স্নায়ু, অস্থি, মেদ, মজ্জা,
আমাদের মস্তিষ্কের ক্ষীণ বা স্ফীত চিন্তার বহতা নদী-উপনদী,
মানিনীর ত্বক্-লাবণ্য,
যুবকের নাগর হাস্য,
আমাদের গর্বিত ইন্দ্রিয়বর্গের কোলাহল বা যুক্ত নৃত্য;
অন্নবলে আমাদের উদ্যম,
বাণিজ্য, সাম্রাজ্য, যূথচারী আস্ফালন,
মহাকাশলম্ফন, সন্তানপ্রজনন,
ট্র্যাজেডি, কৌতুক, সংগীত, বিজ্ঞান।
কারণ আজ আমি হেরিং-এর ভোক্তা
এবং কাল আমি মহাকালের ভোজ্য।
সেই মহাদংষ্ট্রায় আমি যেদিন নিঃশেষে চর্বিত হবো
আমার কোনো আক্ষেপ থাকবে না।
রূপান্তরই শাশ্বত ধর্ম।

মা গো তোমার শিলনোড়া বেয়ে এখনও হলুদজল পড়ে,
উনুনে উথলে-ওঠা ডালের ছোপ,
খুরিতে পাঁচফোড়ন, কালো জিরে,

BANGLADARSHAN.COM

ডালাতে কাঁচা লঙ্কার ঘ্রাণ দেহমন আকুল করে।
তোমার রান্নাঘরে নেই যন্ত্রের বাহার, বিদ্যুতের আতিশয্য,
আছে টিনের ছোট বাক্সে কালদষ্ট ছুরি, চামচ, হাতা,
আছে জালের পিছনে কৃচ্ছ সাধনায় সঞ্চিত
একটু তেল, একটু চিনি, একটু আটা।
কিন্তু তোমার রান্নাঘরে আছে অন্নপূর্ণার দেশের রন্ধনৈতিহ্য,
আছে প্রাণপ্রতিষ্ঠার, জীবনসম্ভোগের
নন্দিত ইতিহাসের ছিন্নপত্রে রচিত
বঞ্চিত বর্তমানের ধূমক্লিষ্ট স্বাক্ষর।
তোমারই তপ্ত কটাহে শাকান্নের শত রূপান্তর।

অথচ উদ্যম বিনা অন্ন নেই,
যেমন প্রযত্ন ব্যতীত রন্ধনে আসে না দ্রৌপদীনৈপুণ্য,
শ্রম ব্যতিরেকে কোথায় শস্যের উৎপাদন,
ভোর রাত্রের জলে হাঁটু না ডোবালে জালে ধরা দেয় না মাছ।
এক করতে হবে সূর্যের দ্যুতি আর মৃত্তিকার রস,
ঘাঁটতে হবে পাঁক, হাতড়াতে হবে নোনা জল,
জানতে হবে সহস্র কোটি রূপান্তরের বাঁকে বাঁকে
সেই তারাতৃণজলস্পন্দভূগর্ভপ্রোথিত মহাপ্রাণকে
আপনি যার কণিকামাত্র,
যাকে না জানলে আপনারই অবক্ষয়,
কারণ উদ্যোগ বিনা সৃষ্টি নেই,
তাই একদা মেঘের উদ্দেশ্যে উঠতো মন্ত্রপূত হবির্ধূম,
অথবা ধরিত্রী সিঞ্চিত হোতো রক্তে ;
আপনাদেরও চাই যুগোপযোগী যজ্ঞসাধন,
প্রজ্বলন: সেই অগ্নির, যা ক্ষোভের নয়, ব্রতের;
উত্তরণ: আলস্যে নয়, গুহকের মৈত্রীবদ্ধ স্রোতসহিষ্ণু নৌকায়;
সেই মহাহবনের আপনারা হন হোতা;
পুরাতনের গর্ভেই তো নবজাতক সুপ্ত থাকে,
আনুন তাকে আলোকচেতন কর্মমুখর প্রাতর্বিশ্বে।

BANGLADARSHAN.COM

বেহাগ-ললিত

॥ ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে ॥

কী যেন হয়েছে আমার,
কঠিন কিছু মাথায় আসছে না,
সবই সহজ হ’য়ে যাচ্ছে।

মনে পড়ছে কলকাতায় লেকের দিকে যেতে
তখন অনেক নতুন কোঠাবাড়ি উঠছে,
লাল সন্ধ্যায় দেখেছিলাম এক দিনক্লান্ত বিহারী মজুরকে;
তার বাল্‌তি-উনুনে আঁচ দেওয়া হয়েছে,
পাশে প’ড়ে আছে মাথা আটার তাল,
গড়তে হবে, সেঁকতে হবে রুটি,
সে কিন্তু বাহুতে মাথা রেখে খাটিয়ার উপর চিৎপাত শুয়ে আছে,
আকাশের দিকে উদাস চোখ মেলে গুনগুন ক’রে গাইছে:
কো মোর ভোজন বনায়ী–

BANGLADARSHAN.COM

এখানে একটা প্রকাণ্ড মৃত অজগরের মত
মুখ থুবড়ে প’ড়ে আছে নিঃসাড় রাত্রি;
ব্যর্থ বাতাস তাকে ঝাঁকুনি দিচ্ছে,
বন্ধ্য বৃষ্টি পাখা ঝাপ্‌টাচ্ছে,
আমার বিনিদ্রার মতই নিথর নিস্পন্দ রাত।
পর্দা-টানা ঘরে ঘরে কম্বলের নিচে
অঘোরে ঘুমোচ্ছে তপ্তদেহ নরনারী;
রাত্রির সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই।

বৃষ্টির কাতরতা যদি শার্শিতে উতরোলও হ’য়ে ওঠে,
তবু কাল সকালে উঠে কেউ বলবে না:
‘কাল রাত্রে বর্ষা কেমন নিবিড় হ’য়ে নেমেছিলো’;
এখানে পর্দা ভেদ ক’রে কাকজ্যোৎস্না বিছানায় গা এলায় না,
ডেকে ওঠে না ভোর-ভুলো কোনো উৎসাহী পাখি,
চাঁদের প্লাবনে ডুবে যায় না অনেক অদৃশ্য নৌকো,

অভিমানহত প্রতিবাদ জানায় না কুকুরেরা,
তালগাছদের উস্‌কোখুস্‌কো মাথার ভিতর দিয়ে
শোঁ শোঁ ক'রে চ'লে যায় না চৈত্ররাত্রের নিজস্ব সংবাদদাতা,
তা শুনে কেউ উৎকর্ণ হ'য়ে ওঠে না;
প্রতীক্ষার প্রহর গুনতে গুনতে
বাঁশীতে বা কণ্ঠে আপন মনে ভাঁজে না
উদাস আকাঙ্ক্ষার গান,
বিরহের অর্ধস্ফুট সুর,
কৃষ্ণকহানী কবিমনরচনা,
কো মোর ভোজন বনায়ী–

আমি বুঝতে পারছি সবই কিরকম
সহজ হ'য়ে যাচ্ছে–
নিতান্ত রাবীন্দ্রিক,
নেহাৎ রোম্যান্টিক,
কিংবা আমি হয়তো বরাবরই এমন লিখে এসেছি–
তা ছাড়া ঘুমের আগে, ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে
ঘুম আনার জন্যই যে কবিতা মনে মনে লেখা হয়
তা কি কবিতা হয়?

॥ ভোর ॥

অবশেষে গ'লে এলো
বিরাট প্লেটে উপুড়-করা কালো জেলির প্রকাণ্ড তালটা।
একে একে বেরিয়ে এলো মুমূর্ষু রাত্রির শববাহকেরা।

প্রথমে দরজায় দরজায় হানা দিলো এঞ্জিনের চাপা শ্বাসশব্দ
আর শোনা গেল কাচের গায়ে কাচের টুংটাং।
ফেরত গেল শূন্য বোতলগুলি:
তাদের পুনর্জন্মের প্রয়োজন,
পূর্ণ বোতলগুলি এলো: সদ্যোজাত শিশুর মত স্নিগ্ধ,
ঠাণ্ডা, শাদা, দুধে-আঁটো, নিটোল।

নাভিশ্বাসের মত ঘড়ঘড় ক'রে উঠলো অসংখ্য অ্যালার্ম ঘড়ি।

BANGLADARSHAN.COM

তা শুনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে
ভীত পশুর মত বিছানায় উঠে বসলো ডেলি প্যাসেঞ্জারেরা।
তাড়াতাড়ি টিপে দিলো ট্যানজিস্টরের বোতাম,
বেরিয়ে এলো বাসী মুখের হাইয়ের মত বাদ্যনির্ঘোষ;
সে বৈতালিক ছন্দে সংবিৎ পেয়ে
তারা চটপট প'রে নিলো
গত রাত্রে ছাড়া অন্তর্বাস, জামা, মোজা, জুতো;
খেয়ে নিলো ভাজা ডিম
এবং লবণাক্ত শূকরমাংসের পাতলা ফালি,
গিললো কয়েক পোয়া চা;
কেউ চোখে-মুখে জল দিলো, কেউ দিলো না,
কেউই কুলকুচো করলো না;
পুরুষরা তামাকের বাক্সটা পকেটে আছে কি না দেখে নিলো,
নারীরা একটু অতিরিক্ত নিছনির লোভে
চোখের পাতায় ঘ'ষে নিলো খানিকটা সবুজ রঙ;
পাংশু ওভারকোট
এবং তার সঙ্গে রঙ-মেলানো টুপি-ছাতা ধারণ ক'রে
পাগলের মত ধাওয়া করলো স্টেশনের দিকে
(যেখানে দু'একজন বিরসবদন কর্মচারী ডিউটি দিতে এসেছে,)
এবং যে যার মিতা এবং গঙ্গাজলকে বলতে লাগলো:
'সুপ্রভাত! কি বিশ্রী সকালটা দেখেছেন–
নারকীয় নুইসেন্স, যদিও বেতার ঘোষণা করেছে
বিকেলের দিকে আবহাওয়ার লক্ষণীয় উন্নতি হবে,
কিন্তু তার আগে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হবে
এবং দমকা হাওয়ায় মেঘ ছিঁড়ে যেতে থাকবে।'
সেসব জল্পনা-কল্পনা বেশী দূর এগোবার আগেই
হুড়মুড় ক'রে এসে পড়লো ছ'টা-তিপ্পান্ন'র ট্রেন,
আর গ্রীক বৈতরণীর তীরে দাঁড়িয়ে-থাকা উদ্‌গ্রীব আত্মাগুলিকে
গ্রাস ক'রে গ্যাস-জ্বলা স্টেশন থেকে বেরিয়ে গেল।

BANGLADARSHAN.COM

উঠলো প্রাতিষ্ঠানিক দাসীরা,
যারা আপিসে, দোকানে, স্কুলে, হাসপাতালে,
দাঁড়িয়ে বা উপুড় হ'য়ে,
হাতে বা যন্ত্রে,
সিঁড়ি ধোয়, আসবাব মোছে,
কার্পেট থেকে ধূলিকণা তুলে নেয়,
প্ল্যাস্টিকের মেঝে পালিশ করে।
মাথায় রুমাল বেঁধে ত্বরিতপদে বেরিয়ে এলো তারা–
তখন পাণ্ডুর আকাশে বৃক্ষদের অস্থিরেখা পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে,
এবং দু'একটি বালকবালিকা স্কুলে যাবার আগে
খবরের কাগজ বিলি করতে শুরু করেছে–
তখন উৎরাই বেয়ে অধীর আগ্রহে তারা নামতে লাগলো,
আর শিশিরপিচ্ছিল পথে বহুক্ষণ শোনা যেতে থাকলো
সেই অশ্বগতি নারীদের খুর।

BANGLADARSHAN.COM

হিন্দোল

গত শীতে আমি কতগুলো
কমলালেবুর বিচি গিলে ফেলেছিলাম,
বসন্তে আমার মধ্যে
একটা আস্ত কমলালেবু গজিয়ে উঠলো।
হায় হরি, হায় হোলি!

এখন নিশ্চয় বসন্ত,
কারণ সকালে বিকোতে দেখেছি পেঁয়াজকলি
আর সেই ছোটো ছোটো গোল গোল লাল মূলোগুলো।

এখন নিশ্চয় বসন্ত,
কারণ হঠাৎ অলিতে গলিতে শিশুদের খেলা,
দোকানের কাচলগ্ন নারীদের চাঞ্চল্য,
নারীলগ্ন পুরুষদের সহিষ্ণু স্মিতহাস্য,
সহনীয় বাতাস, রুমাল-খোলা চুল,
ঝিকিমিকি ঊরু,
হীরাকে হার-মানানো সূর্য-সমুদ্র,
এ সমস্তই আমি আজ দুপুরবেলা দেখেছি।

এখন নিশ্চয় বসন্ত,
কারণ সন্ধ্যাগুলো কিরকম ভরাট, আলোয় ডুবু-ডুবু,
কি শান্ত!
অবশ্য ছায়া-নেমে-আসা পার্কের দীর্ঘ কিনারায়
পদচারী কেউ নেই, এমন কি কুকুরওয়ালারাও না,
কিন্তু অদূরে বড় রাস্তায় কত চোখ-ঝলসানো বাতি
ছুটন্ত ছুটিমত্ত কত ঝলমলে গাড়ি;
দুই জগতের মাঝখান দিয়ে আমি যখন হেঁটে যাই,
তখন তিন রকম আলো থেকে আমার তিন রকম ছায়া
আমাকে অনুসরণ করে।

BANGLADARSHAN.COM

গত শীতে আমি যদি একটা
আস্ত কমলালেবু গিলে ফেলতে পারতাম,
তা হ’লে এখন বোধ হয় আমার মধ্যে
একটা গোটা কমলালেবু বন গজাতে পারতো।

যেমন ঐ বড় গাছটার গুঁড়ির চারদিকে
সবুজ ঘাস ভেদ ক’রে মাথা তুলেছে
চোখা চোখা ক্রোকাসের কলি
ওরা গত যুদ্ধের মৃত সৈনিক,
বসন্তে নতুন জন্ম নিয়েছে:
শাদাগুলো আমেরিকান,
বেগনিগুলো ভিয়েৎনামী।
হায় হায় হরি, হায় হায় হোলি!

BANGLADARSHAN.COM

ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায়

আকাশে রোদের শরৎমেঘের মিলিত হাস্যসম্ভার;
বিজলীর তারে পুচ্ছ দোলায় ভাবুক গেরুয়া রবিন;
ফলন্ত চেরী আঁচল বিছায়,
গর্ভিণী নারী ছায়ায় ঘুমায়;
খেলায় মত্ত খেয়ালী শিশুরা, মিশ্রিত কলরব।
কাদের জন্য কবিতা লিখবো?

পাহাড়িয়া অ্যাশে এখনও ধরে নি রক্তজম্বু তিক্তকষায়;
সম্প্রতি গত চম্পকসখী সিরিঙার স্ফুট দিন;
মর্মর ওঠে বর্তমানের,
কঠিন প্রাণের, কীর্ণ ঘ্রাণের।
বীজে অঙ্কুরে কীটে পতঙ্গে উচ্ছ্বাস, অপচয়।
কাদের জন্য কবিতা লিখবো?

BANGLADARSHAN.COM

শুনি চণ্ডীর বন্যায় ভাসে দারুণ দিনের শ্মশানভস্ম,
নৃত্যপাগল নন্দীভৃঙ্গী, মুক্তকবরী অরুণ যোগিনী।
নিনাদিত সেই প্রলয়সভায়
স্থিতির আলাপ বিবাদী শোনায়;
ঝটিকা তাদের ঝেঁটিয়ে নিলো কি জলস্তম্ভে বজ্রকক্ষে
যাদের জন্য কবিতা লিখবো?

উত্তর দেয় গিরিতপস্বী
প্রশান্ত মহাসমুদ্রের তীরে:
এখানেও ছিলো মুক্ত অরণ্য,
কিন্তু সমাপ্ত সে আরণ্যক;
উদ্‌গত দুধ আর উৎসুক মধুর দেশ সুখে বাড়ে,
তখন দুর্নিবার অপর জাতি তার সম্পদ কাড়ে।

ভিন্ন গ্রীষ্ম

খরা নয়, খরা নয়, গরীয়ান গ্রীষ্মের দিন;
দিন যায়, রাত যায়, সুলক্ষণ, সর্বাঙ্গসুন্দর।
তাপ, তা-ও উপভোগ্য, যেমন শারীরিক সুখ,
বৈপরীত্যরমণীয়, সান্ধ্য গাহনের গুণে;
কি সহনীয় মনে হয় সামান্য গুমট,
ললাটের স্বেদবিন্দু,
যখন পাতাদের সহস্র ঘূর্ণাবর্তে পাক খেয়ে খেয়ে
ছুটে বেরিয়ে যায় এক স্রোত হাওয়া,
প্রকৃতির একান্ত আপন হাতপাখা
আদরে উদ্বেল করে কার্পাসবস্ত্রের বুনট।

এ মোদিত গ্রীষ্মে নেই প্রেতশস্যচ্ছায়া,
চৌচির মৃত্তিকার অভিশাপ,
বা মুমূর্ষু গৃহপশুদের তিতিক্ষু দৃষ্টি,
বরং আমন্ত্রণ করে আসন্ন আহরণোৎসব
দিকে দিকে পূর্ণবৃক্ষ পাটলফলভারনত;
কদাচিৎ কুমারসম্ভবোচিত অরণ্যে
যেখানে সমুন্নত চিরহরিৎ,
চিরলুপ্ত যার কিরাতবৃন্দ—
যাদুঘরে সমর্পিত মৃগয়ার বেশ—
অসতর্ক ধূমপায়ীর নিক্ষিপ্ত শলাকা থেকে জাগে
দাবাগ্নি,
অথবা দিনশেষে নেমে আসে বনভোজনের তাঁবুতে
ভালুক পিপাসায় পাগল দিশাহারা-থাবা।

প্রতি সন্ধ্যায় কাঁদে মার্ক,
প্রতিবেশীর তিন বছরের ছেলেটি,
অভিমানে, অনুনয়ে, আক্ষেপে, আকুল আবদারে;
সে জানে না এ গ্রীষ্মে কাগজে কি কি খবর,
স্বরাষ্ট্রের শতবার্ষিকী, মধ্যপ্রাচ্যে জ্ঞাতিবিরোধ,

BANGLADARSHAN.COM

দুর্ভিক্ষ দূর ভারতবর্ষে, বা ভিয়েৎনামের কুরুক্ষেত্র;
কিন্তু আলোর-পাল-তোলা সংহতযৌবন অস্তাকাশকে ছেড়ে
সে চায় না পর্দা-টানা শয্যাগৃহে যেতে,
অথচ তার আস্কন্ধ-খড়রঙচুল আর্টিস্ট মায়ের
সময় নেই তাকে খেলা দেবার, চাই কফির অবকাশ;
তার কান্নায় আমার মনে পড়ে নিজের শৈশব,
যখন বাংলার গ্রীষ্মের বোল-ধরা গভীর গভীর দুপুরে
প্রচণ্ড অনীহা ছিলো মাতৃ-আদিষ্ট দিবানিদ্রায়,
বরং যেখানে জাগ্রত চিল, ঘুঘু, পিঁপড়ে, বা মুরগী,
সেখানেই মনে হোতো আদিগন্ত অ্যাডভেঞ্চার।
আশ্চর্য এক যাচ্ঞা,
বালক চায় সে যাকে ভাবে বয়স্কের সাংঘাতিক স্বাধীনতা,
মিষ্টান্নের চেয়ে লোভনীয়,
বয়স্ক ফিরে তাকায় তার স্মৃতিসঞ্চারী
অভিলাষমুকুলিত দুর্বার বাল্যের দিকে;
এ গ্রীষ্মের উপযুক্ত সুর মার্কের বুভুক্ষু কান্না।

BANGLADARSHAN.COM

তবু বিদায় হবে এ গ্রীষ্মও।
এখনই, এই দীর্ঘদ্যুতি দিনের মধ্যেই,
কোথাও ঘনীভূত হচ্ছে গুরুভার মেঘপুঞ্জ,
তার সেতারের কান মোচড়াচ্ছে,
টোকা মারছে তার তবলায়;
যেদিন সে আসরে নামবে সেদিনের সকালে
দিগন্তে সিংহাসনচ্যুত হবে নীল গিরিশ্রেণী,
মুছে যাবে আকাশের স্লেট থেকে,
যেন কখনোই কেউ তাকে আঁকে নি,
আর দিনভর নতুন সম্রাটকে সম্মান জানাবে
শায়িত প্রায় স্নিগ্ধ-আঁখি সর্বশেষ পুষ্পকন্যকারা:
তার পর রাত্রির অন্ধকারে সন্তর্পণে ন'ড়ে উঠবে মৃদু বৃষ্টি,
প্রাথমিক, পরীক্ষামূলক,
গর্ভস্থ শিশুর প্রথম অঙ্গসঞ্চালনের চেষ্টার মত।

ড্যান্‌ডেলায়ন্‌

যত খুড়ি তত অবাক মানি,
এতটুকু চারা, তবু এ কি
দৃঢ়মুষ্টি শিকড়,
গভীর গাজর,
আঁকড়ে ধ'রে সবলে শোষণ করছে মৃত্তিকাকে।

জানি না কখন তার ফুলের ঋতু,
কখন বা বীজের।
যখন ভাবলাম শেষ হোলো তার ফুলের দিন,
খ'সে গেল সব পাপড়ি,
রইলো শুধু রোয়া-ওঠা ধূসর ভাটাগুলি,
অন্য পাড়ায় দেখি
অব্যাহত হলুদ উৎসব।
এক পাড়ায় যখন তার
লক্ষ লক্ষ বীজবপনের পালা,
অন্য পাড়ায় তখন চলেছে
দ্বিতীয় বা তৃতীয়ই কি ফোটার মরশুম।

ড্যান্‌ডেলায়ন্‌ পথে পথে,
ফুটপাথের দুই ধারে;
ড্যান্‌ডেলায়ন্‌ অবাঞ্ছিত অতিথি
বাগানবিলাসীর লনে;
যেখানেই পড়েছে তার একটি কঠিন বীজ
সেখানেই, সবুজ গালিচার এক প্রান্তে,
পরিশ্রমী মালীর অজস্র অভিশাপ সত্ত্বেও,
পুনর্বাসনে নিঃস্পৃহ উদ্বাস্তুর মত
বেশ ক'রে গুছিয়ে নিয়ে গেড়ে বসেছে
ড্যান্‌ডেলায়ন্‌,
আর যে বাড়ির মালিকেরা
অবসরপ্রাপ্ত বুড়ো-বুড়ী,
ঘাসের যত্ন নেবার সামর্থ্য নেই,

BANGLADARSHAN.COM

সেখানেই রীতিমত জাঁকিয়ে বসেছে,
বিস্তার করেছে সাম্রাজ্য,
স্থায়ী করেছে স্বত্বাধিকার,
দুর্মর বংশবিস্তারে, গোষ্ঠীজাত বলের প্রত্যয়ে,
অপরাজেয় বাহিনী,
হৃষ্টগ্রীব দোদুল্যমান ড্যান্‌ডেলায়ন্‌।

গ্রীষ্মের খরতাপে শুকায় না,
হেমন্তের বর্ষণে সঞ্চয় ক'রে নেয়
দীর্ঘ শীতসুপ্তির সম্বল,
তুষারের ভিখারী-কম্বল মুড়ি দিয়ে
প্রতীক্ষা করে বসন্তের স্বপ্নভঙ্গের।
কেউ তার পাতা খায় স্যালাডে,
কদাচিৎ কেউ বা তা রেঁধে নেয়,
তার শিকড় পুড়িয়ে গুঁড়িয়ে কেউ বা করে
ক্যাফিনবর্জিত কফি।
কেউ বলে, রূপকথার ফুল,
সেই যে ছিলেন বনের রাজা,
তাঁর এক আলস্যমন্থর অবসরক্ষণে তাকে সৃষ্টি করেছিলেন;
কিন্তু সবাই একবাক্যে বলে:
আগাছা,
এক্কেবারে বাগানের আপদ আগাছা!

ড্যান্‌ডেলায়ন্‌, শিশুরাবণ,
আশ্চর্য তোমার প্রাণশক্তি;
জীবনধারণের দুর্দম সিদ্ধান্তে
ধরিত্রীর মধুস্যন্দী স্তন্য
কিভাবে আকর্ষণ ক'রে নিতে হয়
সে সহজ প্রবৃত্তির সিকিও যদি শিখে নিতে পারতাম,
তবে মুখ চাইতাম না শৌখিন ঝাঁজরির,
হিসাবের বারিবিন্দুর বন্টন গুনতাম না,
শঙ্কারিক্ত স্বাধিকারে বাঁচতে পারতাম।

BANGLADARSHAN.COM

মারিয়া এন্‌কার্‌নাথিয়ন্‌ গার্থিয়া আচা-র উদ্দেশ্যে

সহসা আজ সন্ধ্যায় তোমার অবতরণ। যত আবাহন করেছি
দলিত-চেরী আকাশের নিচে, সব নিষ্ফল করেছো; এখন ম্লান করে
শান্ত শ্বেত নবোদ্‌ভিন্ন সিরিঙার শাখা; স্থুলশিথিল ঝুঁকে পড়েছে
প্রৌঢ় পাটল পিওনি, এ বয়সে বৃষ্টি যার বেত্রাঘাত; প্রাণপঙ্কে
প্রসারিত শতগোত্র উদ্ভিদের সূক্ষ্ম শ্যাম লূতাতন্তু; নিষ্ঠুর তাড়না করে
স্ফীততন্ত্রী ফ্ল্যামেংকোয় তোমার দেশের আত্মা ঝননন ঝননন বারংবার
প্রেজ্জ্বোলিত প্রেজ্জ্বোলিত।

মারিয়া! মর্ত্যের মেলার ভিড়ে লক্ষ লক্ষ ক্যাথলিক-কন্যা;
পুণ্যনামধারিণী সকলে। আমি তাকেই খুঁজি, আমার চেনা যে,
পরিচয়ে অদ্বিতীয় যার সত্তা। বৈশাখী তুমি; রুক্ষ তোমার অলক।
যূথভ্রষ্টা তুমি; সন্ধানী তোমার দৃষ্টি। তীর্থযাত্রিণী তুমি; গন্তব্য
তোমার শাশ্বত অরণ্য ঔপনিষদ্‌। আশাভঙ্গ তোমার প্রভাত, বিরহ
তোমার অপরাহ্ন, খেদ তোমার অমাবস্যা-পৌর্ণমাসী জাহাজরাত্রিকে
নিয়ামন।

BANGLADARSHAN.COM

এন্‌কার্‌নাথিয়ন্‌! কঠিন যেখানে যেখানে তোমার চরণ-খুরের অবতরণ,
ঈশার আর্তির পেরেক সেখানে সেখানে। হেঁটে যায় ভৈরবী।
যুঞ্জান, ত্বরিতজঙ্ঘা। কদাচিৎ গতিভরে তাড়িতনির্মোক জানু:
মেঘপ্রান্তে চন্দ্রকলা। ওলে! ওলে!

দেখেছিলাম বটে তোমার দেশের আর এক পাগলকে: গীতার
অনুবাদক, হুয়ান্‌ মাস্‌কারো, বাউল সাধক বৃদ্ধ ভীরু শ্লথ উচ্চারণে
গায়ত্রীর উদ্‌গাতা ব্রাহ্মণ। সাধারণ কোন সূত্রে তোমাদের সমধর্মী
পথপর্যটনরুচি?

বিফলমনোরথ তুমি ফিরে গেলে। ক্রূরকর্মা অতীতের উত্তরনাটকমঞ্চে
ফ্রাংকোর অশান্ত নগরীতে দাহ-ধূসর রাজপথে, পরিশ্রান্ত ক্যাফে-তে
নির্বিণ্ণা তোমাকে ঘিরে রেখেছে কৃষ্ণকেশ কোন পুরুষেরা ব্যর্থ
ফ্ল্যামেংকোর মত্ত?

খিন্ন নুড়িময় এই সানুদেশে শত্রুর অশ্লীল করতালি-সহকারে আত্মীয়ের

পুচ্ছে আত্মীয় দংশন করে। সহস্রাব্দে একবার যে অবতরণ যোগ্য, নয় কি তা কোটির প্রার্থিত? হে কন্যা, তোমার নাম হোক সেই অভিজ্ঞান, যে প্রত্যক্ষ রূপবন্ধে আদি, মধ্য, অন্ত, সবই ধৃত, জ্ঞাত, পরিগৃহীত ; ব্যথা দান্ত, জিত।

টীকা: ভারতীয় দর্শনে বিশেষ আগ্রহী আমার এই এককালীন স্পেনীয় সহকর্মিণী ভারতবর্ষে অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে লণ্ডনের ভারতীয় দূতাবাসে বৃত্তির জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু ভারত ও স্পেনের রাজনৈতিক সম্পর্ক বিশেষ মধুর নয় ব'লে, দু'দেশের মধ্যে বৃত্তির বিনিময়ব্যবস্থা না থাকায়, তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। স্পেনে ফেরার পর আমার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে নি।

সিরিঙা: syringa অথবা mock-orange, শাদা সুগন্ধি ফুল; চাঁপার গন্ধের সঙ্গে খানিকটা সাদৃশ্য আছে।

পিওনি: peony, লাল অথবা শাদা বড় বড় বর্তুল ফুল।

BANGLADARSHAN.COM

ফ্ল্যামেংকো: স্পেনের জনপ্রিয় flamenco রীতির জিপ্সী সংগীতের সঙ্গে ভারতীয় সংগীতের কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। অনেকের মতে উভয়ের মধ্যে ঐতিহাসিক যোগসূত্র আছে।

মারিয়া: ক্যাথলিক পরিবারের মেয়েদের মধ্যে অত্যন্ত সাধারণ নাম, প্রায় আবশ্যিক। যীশুর মায়ের নাম; Mary, Marie, Maria, ইত্যাদি বিভিন্ন রূপ বিভিন্ন ভাষায়।

এন্‌কার্‌নাথিয়ন্‌: স্পেনীয় Encarnacion, তুলনীয় ইংরেজী Incarnation। বলা বাহুল্য, 'ভগবানের অবতার', অর্থাৎ যীশু, এই নামের উৎস।

ওলে! ওলে! প্রশংসাব্যঞ্জক স্পেনীয় বাহবা-রব। ফ্ল্যামেংকো নৃত্যগীতের অনুষ্ঠানে শিশু শ্রোতা-দ্রষ্টারাও যথাস্থানে 'ওলে! ওলে!' ব'লে বাহবা দেয়।

হুয়ান্‌ মাস্‌কারো: Juan Mascaro; ইনি Penguin Classics সিরিজে গীতার ইংরেজী অনুবাদ করেছেন।

কল্প

হে পুত্র, স্থির হও, নিদারুণ এই
পোতাশ্রয়ে ধীরমন্দ্র ভেঁপু,
গুণ্ঠিত বসন্তরাত্রে দ্বিসতর্ক কুয়াশা-প্রহরী।
মৃত বৃদ্ধ বিল্ গার্সাইড্,
পশমের উৎপাদক;
শ্বসিত সিন্ধুর গর্ভে সুপ্তিমগ্ন হাঙর, শুশুক।

এখন ব্রহ্মার রাত্রি প্রলয়বৈশাখীসমাপনে
অরোধ্য বর্ষণঘাতে নামে নাস্তিময় পারাবারে,
বিনষ্ট সকল সৃষ্টি,
সুপ্তি সুপ্তি রাত্রিদিন,
শান্তি মাতৃগর্ভগভীর,
যথা মধ্যাহ্ন তথা মহানিশা,
শুধু অমর হংসের ধ্বনি কোনোমতে শোনা যায়–
প্রতন বিজয়শঙ্খ সংকেতসূচক,
উদ্‌বেলিত অন্ধকারে হ্লাদিত একক।

অবোধ, কেঁদো না,
তুমি তো নিশ্চিন্ত সমর্পক;
কিন্তু এই ধুকুপুকু প্রাণ,
যা এই থাকে এই উড়ে যায়,
জানো কি তাকে রক্ষা করতে কত ফষ্টিনষ্টি,
কত শ্রম, ঘাম, জ্বালাতন,
কত তাকে গম-জল খাওয়ানো,
তার ঠ্যাং বাঁধা,
তার ঠোঁটে মধু লেপা,
নিশিদিন শান্তি নেই অবিরত:
রক্ষা করো, রক্ষা করো,
সংহরো সংহরো প্রভু রোষবজ্র;
আর্তনাদ:

BANGLADARSHAN.COM

শত্রুজনে দেহো মরু,
প্রিয়পাত্রে দেহো বর্ষাজল–
অতঃপর এক ডাণ্ডা,
শান্তি মাতৃগর্ভগভীর,
যথা মধ্যাহ্ন তথা মহানিশা,
শুধু অমর হংসের ধ্বনি কোনোমতে শোনা যায়।

হে পুত্র, হে নারদ,
বীয় মার্কণ্ডেয়,
স্নান করো স্নান করো পাপহর মহামায়াজলে,
আশীর্বাদ করি ভুলে যাবে
দুঃসহরজনীশেষে জন্মের বিরক্তিলগ্নে
অদ্ভুত আলোকবিশ্বে প্রাথমিক সে বিভ্রান্তি;
অথবা যখন বাড়ি এলে,
মেঘ নড়ে, পাতা সরে,
ঝরা জলে হাহা করে হেমন্তের হাওয়া,
তখনও মিলিত হয় নি দু'চোখের দুই দৃষ্টি,
অবোধ, কেঁদেছিলে;
আরও ভুলে যাবে
বাকি সমস্তই–
ঘুমাবে, নিশ্চিন্ত সমর্পক,
অমল দোহনস্বপ্নে পরিতৃপ্ত পীতদুগ্ধ ক্ষণে,
শ্বসিত সিন্ধুর বুকে অমর হংসের কলস্বনে।

BANGLADARSHAN.COM

ক্লেশের দিনে তাকে মনে পড়ে

ক্লেশের দিনে তাকে মনে পড়ে।
চৌরঙ্গীর ফুটপাথে দেখেছিলাম,
সামনে পা মেলে দেয়ালে ঠেস দিয়ে ব'সে আছে।
রুক্ষ চুল অবিন্যস্ত,
অসংবৃত নোংবা কাপড়,
ঘনশ্যাম একটি স্তনে–
একদা যা নিশ্চয় স্পৃহণীয় ছিলো–
বিষাক্ত উন্মুক্ত ক্ষত।
তার চতুর্দিকে উচ্ছ্বসিত জনসমুদ্র,
যানতরঙ্গ,
আর সে উদাসীন, বিগতস্পৃহ,
শিলাসর্বস্ব দ্বীপের মত।

BANGLADARSHAN.COM

কিন্তু সে নিজে যদি শিলাময় দ্বীপ,
তবে কোন পাথরের ঘায়ে তার স্তন দীর্ণ?
সে কি নিজের বন্ধুরতায় নিজেই ছিন্ন?
পরমাণুর মত স্ফোটনে ভিন্ন?
দেখলাম, বেদানা থেকে ফেটে গেছে,
ভিতরের লাল কোষ দেখা যাচ্ছে।

কৃপা ক'রে দেখা দিয়েছিলে।
সত্যি কি অশেষ ভাগ্য আমার।
মা, যোনিজ কোনো পুরুষ
তোমার চোখে চোখ রাখতে পারতো না।
ভয়ে তারা গুহায় পালাতো,
অথবা পাতালের সুড়ঙ্গ খুঁজতো।
যেদিন তুমি উঠে দাঁড়াবে, মুখ খুলবে,
তারা পালাবার পথও পাবে না।

কখনও কখনও আমিও ভেবেছি,
তোমার মত দেয়ালে ঠেস দিয়ে ব'সে পড়ি,
আর রক্তনেত্রে দেখি জাতকদের কীর্তিকলাপ;
কিন্তু তোমার মত সহ্যশক্তি আমার নেই,
অল্পেই ধৈর্য হারাবার সম্ভাবনা।

ব্রহ্মময়ী, আর কত কাল দোহন করবো?
ক্লান্তি আসে যে।
সদয় হও দুহিতাদের প্রতি।
আর কত কাল তুমি অপেক্ষা করবে?
তোমার ঘট কি এখনও ভরলো না?

আমরাও, যারা তোমার ধরণে
বিদারক ব্যথা সহ্য ক'রে জন্ম দিয়েছি,
দেখেছি আমাদের চোখের সামনে
কতগুলো অলীক, অতিপ্রাকৃত ঘটনা:
কতগুলো সন্তান মানুষ হয়,
বাকিগুলো রাক্ষস হ'য়ে যায়–
কোনোমতে রোখা যায় না।

তোমার শক্তি কি পক্ষাহত?
জানাজানি হ'য়ে গেলে যে রক্ষা থাকবে না।

BANGLADARSHAN.COM

বৃষ্টি

বৃষ্টি নেমে এলো।
রিক্‌শাচালক রিক্‌শা চালাচ্ছে,
আমি শুধু তার পিঠটা দেখতে পাচ্ছি।
প্ল্যাস্টিকের পর্দার ফুটোর ভিতর দিয়ে
আমার হাঁটুতে জলের ছাঁট লাগছে।
কিন্তু আশ্চর্য, রিক্‌শাচালকের গায়ে কোথাও
জলের দাগ দেখতে পাচ্ছি না।
ভাবছি, এ কী, অলৌকিক কিছু নাকি,
গরীবের প্রতি প্রকৃতির সহানুভূতি?
যেন তার মাথায় বাঁধা গামছার ধাক্কা খেয়ে
বৃষ্টি ছিটকে দূরে চ'লে যাচ্ছে?
ওর শার্টটা কি ক্যান্‌ভাসের তৈরী,
জল আটকায়?

BANGLADARSHAN.COM

নাঃ, অলৌকিক কিছু নয়।
ক্রমশ আর্দ্রতা ঘনিয়ে উঠলো ওর লুঙ্গিটাতে,
তার পর খাকি শার্টটাতে আরোহণ করলো;
প্রথমে বিন্দু বিন্দু ঘামের মত ফুটে উঠলো,
তার পর বিন্দুগুলো একত্র হ'তে লাগলো,
শেষে একাকার হয়ে গেলো।

পাশ দিয়ে সাঁ ক'রে বেরিয়ে গেলো এক সাইকেলচালক,
তার গায়ে একটা কালো প্ল্যাস্টিকের বর্ষাতি।
রিক্‌শাচালককে জিজ্ঞাসা করলাম:
'আচ্ছা, ঐ বর্ষাতিগুলোর কত দাম?
ওরকম একটা প'রে নিলে
বর্ষার দিনে আপনাদের সুবিধা হয় না?'
উত্তর এলো:
'হ্যাঁ, তা তো হয় বটেই, দিদি,
কিন্তু দাম যে ষোলো-সতেরো টাকা,

ও জিনিস কিনলে খাবো কী?’

আমি মনে মনে হিসাব করার চেষ্টা করলাম,
জেলায় জেলায় আনুমানিক কত রিক্শাচালক আছে,
তাদের প্রত্যেকের বর্ষাতির দরকার হ’লে
মোট কত টাকা লাগবে ইত্যাদি।
কিন্তু আমার মাথা গুলিয়ে যেতে লাগলো–
বৃষ্টি বেশ জোরে নেমে গেলো–
অঙ্কে চিরকালই একটু কাঁচা ছিলাম।

BANGLADARSHAN.COM

ধান

জলে ডোবা ক্ষেত থেকে ধানের কচি চারাগুলো উঠেছে,
কি নরম সবুজ তাদের রঙ,
ভালোবাসায় ডোবা হৃদয়ের চিন্তা আর অনুভূতির মত।

উপরে জল, নিচে জল, মাঝখানে জল।
মাছ-রঙা মেঘের সেচনে নিষিক্ত
মাটির গর্ভ থেকে উদ্ভিদশিশুরা মাথা তুলে উঠছে
আর জলভরা হাওয়ায় মাথা দোলাচ্ছে।
আদিগন্ত বাষ্পের মত ছড়িয়ে যাচ্ছে
খেদ-মেটানো সুগন্ধ-ভরা ভাতের স্বপ্ন,
ঘরে ঘরে ফুটন্ত হাঁড়ির পূর্ণতার প্রতিশ্রুতি,
স্তূপীকৃত টাটকা চিঁড়েমুড়ির সুসমাচার।

BANGLADARSHAN.COM

জলে ডোবা ক্ষেত থেকে জেগে উঠছে মানুষ:
নারী, পুরুষ, শিশু।
কাদা তছনছ করছে, চারা পুনর্রোপণ করছে,
ভ্যাবাচ্যাকা-খাওয়া গরুদের একত্র করছে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী
এই জলমাটির গর্ভ থেকে তাদের দেহগুলি বেড়ে উঠছে
ধানের ক্ষেতের মধ্যে ন’ড়েচ’ড়ে বেড়াচ্ছে,
জলভরা হাওয়ায় হেলছে,
আবার সারের মত মাটিতে মিলিয়ে যাচ্ছে।
কিন্তু কিছুতেই তাদের ধান-বোনা ধান-ভানা ধান-পুষ্ট
দেহগুলিতে আসছে না ঐ ধানের মত লাবণ্য,–
শ্রী, পূর্ণতা, প্রসাদ।

দেহ দিলেও দেহ মেলে না,
যেমন ভালোবাসার প্রতিদানেও অনেক সময়
ভালোবাসা পাওয়া যায় না।

হালচাল

ধানক্ষেতের দেশ।
জলমাটির সায়া আর ধানের শাড়ি পরা দেশ।
ঐ শ্যামলকোমল শাড়ির বাহারের দিকে তাকালে
বোঝা যাবে না যে এ দেশের কোনো অসুখ থাকতে পারে,
প্রচ্ছন্ন অথচ গভীর অসুখ।
কিন্তু অসুখ আছে।

এক্সপ্রেস বাস চলেছে।
ভিতরে মানুষ, উপরে মানুষ, গাদাগাদি,
ছাতা, বস্তা, পোঁটলাপুঁটলি, হট্টগোল।
পুলিশের তাঁবুতে সাধারণত থামে না,
কিন্তু আজকে থামতে বাধ্য হোলো।

BANGLADARSHAN.COM

যাত্রীদের মৃদু গুঞ্জরণ।
উপর থেকে তিন তিনটে বস্তা নামালো,–
'দ্যাখো, দ্যাখো, সাবধানে নামাও,'
কেউ কেউ বলতে বলতেই
ফেটে গেলো পলকা সেলাইয়ের বস্তাগুলি,
আর ঝরঝর ক'রে রাস্তাময় গড়িয়ে পড়লো
চাল:

আহা শ্রমের, ক্ষুধার, ভিক্ষার, পুঁজির,
লোভের, লাভের, হিসাবের, লোকসানের,
হাটের, হাঁড়ির, অভাবের, বন্দরের,
রাঙা বধূকে দেওয়া টোপরধারী বরের শপথের
কাঙ্ক্ষিত বীজদানা:

যার ভোগের আর ভাগের অংশ আর অধিকার নিয়ে
বক্তৃতামঞ্চের আস্ফালন, পণ্ডিতের পণ্ডশ্রম,
মিছিলের উত্তেজনা, সংবাদপত্রের সতর্ক ফোড়ন,
মারামারি, লাঠালাঠি, এমন কি রক্তারক্তি।

আইনকানুনে তার গতিবিধি নিরন্ত্রিত।
আছে-আছে ক'রেও সে নেই-নেই।
সবুজ আঁচলের সন্তান হয়েও সে জন্মরুগ্ন,
ধরো-ধরো, দ্যাখো-দ্যাখো করতে করতেই
মায়ের চোখের সামনে তার রূপ ঝ'রে যায়।
হেসে খেলে বেড়ানো, এ দিক সে দিক যাওয়া বারণ,
প্রায়ই ডাক্তারখানায় হাজিরা দিতে হয়।

কার চাল, কার চাল, হাঁকডাক করা সত্ত্বেও
কেউ স্বত্বাধিকার স্বীকার করলো না,
এখনই তো করবে না।
তাঁবু পেরিয়ে আরেকটু এগিয়ে বাস থামলো।
এবার একজন নেমে গেলো। তারই চাল।
বোঝাপড়া করতে হবে।

গোলমালের দেশ।

BANGLADARSHAN.COM

ঘর

[দুর্গাপুরের গান্ধীমোড়ে পর পর দু’দিন এক যুবতী ভিখারিণীকে দেখেছিলাম। বিড়ি খেতে খেতে গভীরভাবে কোনো বিষয়ে চিন্তা করছিলো। তার চোখের চাহনি দেখে মনে হয়েছিলো যে সে কোনো একটা জরুরী প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে।]

আচ্ছা, আমার কি কোনো কালে কোনো ঘর ছিলো
সদরে বা অন্দরে?
রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, শোবার ঘর,
বা কুমড়োর লতা, দিঘির ধার, বাতাবী লেবুর গাছ,
ঐ ধরণের কিছু?

পথে পথেই এত দিন কেটেছে
যে আমার ধারণা পথই আমার ঘর,
কিন্তু অন্যেরা বলে আমার মাথায় নাকি গণ্ডগোল হ’য়ে গেছে,
আমার মনে না পড়লেও
আমি নাকি একদিন ঘর থেকেই বেরিয়েছিলাম।

আমার নাকি দু’টো ছেলে ছিলো,
তাদের হাত ধ’রে আমি নাকি হাঁটতাম,
তারা গান গাইতো আর ভিক্ষা চাইতো।
তারা হারিয়ে যাবার পর থেকেই নাকি আমার মাথা খারাপ।
এ-ও কি সত্যি হ’তে পারে?
আচ্ছা, এমনও তো হ’তে পারে
যে সকলেই ঘর থেকে বেরোয় না,
কেউ কেউ গোড়া থেকেই বাইরে হাঁটাহাঁটি করছে?

ও নাইলনের শাড়ি পরা দিদি,
টেরিকটের শার্ট পরা দাদা,
আমি কি কখনও বাসিন্দা ছিলাম
তোমাদের ঘরে?
দ্যাখো না মনে ক’রে।

BANGLADARSHAN.COM

ছড়া

দোর আগলায়,
ঘর সামলায়,
দুধ উথলায়,
খোকন পালায়।

চোরে নিলো ধান,
ঘরে এলো বান,
হাটে লোকসান,
হাসে হনুমান।

হাঁড়ি ভ'রে কাঁদলো,
হাটে হাঁড়ি ভাঙলো,
ভাঙা হাঁড়ি মাজলো,
চালজল ছাড়লো।

সেই চালে ভাত হোলো,
ভাত নাও, থালা তোলো।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥